শব্দার্থ ও টীকা

14

ভাষারীতি
(সাধু ও চলিত ভাষা)

14.1 প্রস্তাবনা

আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি কথা বলে অথবা লিখে। কথা মুখেই বলি বা লিখেই বলি তার একটা চাল থাকে। বলার বিষয়টা যদি হালকা চালের হয় তবে ভাষার মধ্যেও একটা হালকা বা চটুল চাল দেখা দেয়। আর বলার বিষয় যদি একটু ভারিক্কি ধরনের হয় তবে ভাষার মধ্যেও একটা ভারিক্কি চাল থাকে। এই হল ভাষার চাল। ভাষার চালকে অন্য কথায় বলা হয় ভাষারীতি। আমাদের লেখার ভাষায় দুরকম রীতি আছে: (১) সাধুরীতি — এটা পুরনো ধরনের, (২) চলিত রীতি — এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ভারিক্কি = গম্ভীর।

আগে গদ্য লেখার তেমন চল ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যবই, সংবাদপত্র, ধর্মীয় ইস্তাহার, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি লেখার প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে গদ্য লেখার চল হল। এই সময়ে বাঙালি সমাজের সংস্কৃতজানা পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে ভাবলেন শিক্ষিত লোকের ভাষার চাল হালকা হওয়া উচিত নয়, গুরুগম্ভীর হওয়া উচিত। তাই তাঁরা তাঁদের লেখার ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে লাগলেন। এই ধরনের সংস্কৃতবহুল ভাষারীতিকে বলা হত সাধুভাষা। 'সাধু' শব্দটির অর্থ যা বা যে সাধন করে। এই ধরনের ভাষায় যেসব সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হত সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম সাধন করত। এজন্য ওই ভাষার নাম হল সাধু ভাষা। কিন্তু সাধু রীতির ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশি-বিদেশি-তদ্ভব মেশানো হালকা চালের ভাষা ব্যবহার চলতে থাকল। তর্ক উঠল মুখের ভাষা শুনে যখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, তবে তাকে লেখার বাক্যে ব্যবহার করা যাবেনা কেন? আবার প্রশ্ন উঠল, বাংলার কোন্ এলাকার মুখের ভাষা। শেষে স্থির হল কলকাতা এলাকায় সবারই যাতায়াত আছে। তাই কলকাতা এলাকার মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই নতুন লেখার ভাষা চালু হোক। 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। শুরু হল কলকাতা এলাকার কথ্য ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন লেখার ভাষা, যাতে গম্ভীর, হালকা সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যাবে। এই নতুন রীতিতে লেখার ভাষার নাম হল চলিত ভাষা। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষই এই ভাষাকে লেখার ভাষা বলে মেনে নেওয়ায় এই ভাষাই হল মান্য চলিত বাংলা ভাষা (Standard Colloquial Bengali)।

ইস্তাহার = প্রচারপত্র।

শব্দার্থ ও টীকা

14.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনারা—

- বাংলা লেখ্য গদ্য উপভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- সাধু ভাষারীতির প্রকৃতি বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- চলিত ভাষারীতির প্রকৃতি বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার তফাত জানতে ও বুঝতে পারবেন;
- সাধু থেকে চলিত এবং চলিত রীতির বাক্যকে সাধুরীতিতে পরিবর্তন করতে পারবেন;
- বর্তমানে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিত ভাষার প্রাধান্য বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে যে মান্য চলিত রীতির ব্যবহারেরই প্রাধান্য তা বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন।

14.3 বিষয়ের রূপরেখা

14.3.1

(১) কথাবার্তায়, নাটকের সংলাপে, বক্তৃতায়, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) খবরের কাগজে, রেডিয়ো ও টি.ভি.র সংবাদপাঠে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সেটা চলিত ভাষা। আপনি বলতে পারেন প্রায় সবই যখন চলিত ভাষাতেই হচ্ছে, তখন সাধু ভাষার কথা আসছে কেন। উত্তরে বলা যায়, প্রাচীন লেখকদের ভাষার সঙ্গে যে আমাদের পরিচিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অবশ্য সাধু-চলিত দুই রীতিতেই লিখেছেন। সাধুভাষায় লেখা তাঁদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে হবে সেগুলোর বক্তব্য। তাই সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য আমাদের জানতে হবে।

(২) লিখতে গেলে, এমন-কি বলতে গেলে সাধু ও চলিত মিশে যেতে পারে। এ রকমটি ঘটলে তাকে বলে 'গুরু চণ্ডালী দোষ'। ভাষাতে এ দোষ যাতে না ঘটে তার জন্যও সাধু-চলিত সম্বন্ধে ঠিক মতো জেনে নেওয়া দরকার।

পাঠগত প্রশ্ন : 14.1

উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর দিন —

1. নীচে সাধুভাষা / চলিত ভাষা — ঠিক জায়গায় বসান :

(a) নাটকে, কথাবার্তায় সাধারণত _____ ব্যবহৃত হয়।

(b) বিদ্যাসাগরের লেখায় _____ ব্যবহৃত হয়েছে।

(c) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় _____ ব্যবহৃত হয়েছে।

2. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য জানা দরকার কী জন্য? ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(a) রেডিয়োর খবর শুনে বোঝার জন্য।

শব্দার্থ ও টীকা

(b) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিষয় জানার জন্য।

(c) বক্তৃতা দেবার জন্য।

14.3.2 কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বুঝতে পারবেন চলিত ও সাধু ভাষার ব্যবহার কী ভাবে হয়। চলিত ও সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা হবে।

(i) — কেমন আছেন হরিপদবাবু?

— এই চলে যাচ্ছে। আপনি কোথায় চললেন?

— আপনার কাছেই যাচ্ছি।

— কী ব্যাপার বলুন তো?

— সাধু আর চলিত ভাষা রীতির বিষয়ে একটু কথা ছিল।

(— এটি সাধারণ কথাবার্তার নমুনা।) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(ii) (বনপথ। একটি বাঘ খাঁচায় আটকে পড়েছে। একজন লোক সে পথ দিয়ে আসছে।)

বাঘ — ও ভাই, একটু শুনবে। একটু এ দিকে আসবে ভাই।

লোক — এই বনে-বাদাড়ে ভাই ডাকছে কে? গলাটা তো মানুষের মতো নয়।

বাঘ — এই যে আমি। আমি ডাকছি তোমায়।

লোক — ও! এযে খাঁচায় পড়েছে। তাহলে যাই একবার (খাঁচার কাছে গেল) — বলো — কী বলছিলে?

বাঘ — এই খাঁচার দরজাটা একটু খুলে দেবে?

লোক — বটে! আমি খাঁচা খুলে দিই, আর বাইরে এসে তুমি আমার ঘাড় মটকাবে, তাই না!

(এটি 'দুষ্টের শাস্তি' নাটিকার সংলাপ। নাট্যকার - উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(iii) কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি :

প্রবীণ জননেতা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর স্মরণে, শ্রদ্ধায় আজ শহরের সব পথ মিশে যাবে শহিদ মিনার ময়দানে। সন্দেহ নেই অনেকেই ঢুকতে পারবেন না মূল ময়দানে। তবু পথ হাঁটবেন ফুল হাতে। (সংবাদ) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(iv) তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য সদ্ব্যবহারের বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।

('সভ্য ও অসভ্য' - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) (সাধু রীতির উদাহরণ)

(v) বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, ''মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না — ও মূর্খ কী প্রকারে বলিবে?''

('সাগরসঙ্গমে নবকুমার' - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) (সাধু রীতির উদাহরণ)

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 14.2

উদাহরণ (i) - (v) পড়ে নিয়ে উত্তর করুন —

B. ৩. ডানদিকে ভাষারীতি উল্লেখ করুন —

লেখা	ভাষারীতি
(a) বাঘ — এই খাঁচার দরজাটা একটু খুলে দেবে?	_____
(b) ও মূর্খ কী প্রকারে বলিবে?	_____
(c) আপনার কাছেই যাই।	_____
(d) তবু পথ হাঁটবেন ফুল হাতে।	_____
(e) অসভ্যজাতি সভ্যজাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।	_____

14.3.3 সাধু ও চলিতের রূপগত তফাত আছে। এই তফাত দুই রীতির ভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গ (থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা) ও অন্যান্য কয়েকটি অব্যয়, বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতির রূপ দেখলে বোঝা যায়।

নীচে দুদিকের ক্রিয়াগুলির রূপ ভালো করে লক্ষ করুন :

(i)	মহাদেব সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যেত।	মহাদেব সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছাইয়া যাইত।
(ii)	তাহলে লক্ষ্যটা ফস্কে যেত না।	তাহা হইলে লক্ষ্যটি ফস্কাইয়া যাইত না।
(iii)	তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।	তিনি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই অংশের ক্রিয়াপদ	এই অংশের ক্রিয়াপদ
পৌঁছে	পৌঁছাইয়া
যেত	যাইত
হয়ে	হইয়া
পড়েছিলেন	পড়িয়াছিলেন

পাঠগত প্রশ্ন : 14.3

উদাহরণ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. নীচের দুদিকের অংশের সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি চিহ্নিত করুন —

(i)	তিনি প্রহার করিতে লাগিলেন।	তিনি প্রহার করতে লাগলেন।
(ii)	অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকিবে।	অনেকে নির্দেশ করে থাকবে।
(iii)	সে ঘুড়ি উড়াইতে চাহিল।	সে ঘুড়ি ওড়াতে চাইল।
(iv)	সব আনিতে হইত।	সব আনতে হত।
(v)	তুমি বলিয়া বেড়াইতেছ।	তুমি বলে বেড়াচ্ছ।
(vi)	এটি দেখিতে পাইয়াছি।	এটি দেখতে পেয়েছি।

শব্দার্থ ও টীকা

ক্রিয়ার সাধুরূপ				ক্রিয়ার চলিতরূপ			
(1)	(2)			(1)	(1)		
(3)	(4)			(3)	(4)		
(5)	(6)			(5)	(6)		
(7)	(8)			(7)	(8)		
(9)	(10)			(9)	(10)		
(11)	(12)			(11)	(12)		
(13)	(14)			(13)	(14)		

৫. **বাঁদিকের ক্রিয়ার সাধুরূপ অনুযায়ী ডানদিকের চলিত রূপটিতে টিক (✓) দিন :**

(a) গাহিতে — গাইতে / গেতে

(b) খাইয়াছি — খাচ্ছি / খেয়েছি

(c) করিলেন — করলেন / করেছিলেন

(d) করিতেছিলেন — করলেন / করছিলেন

14.3.4 সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদের রূপের। ক্রিয়া দু'রকমের — **অসমাপিকা** ও **সমাপিকা** ক্রিয়া।

অসমাপিকা ক্রিয়া (যে ক্রিয়া বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারে না) : সাধুভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার — বিভক্তি ইয়া, ইতে, ইলে। চলিত ভাষায় যথাক্রমে এ, তে, লে, হয়।

যেমন,	ইয়া	>	এ	ইতে	>	তে	ইলে	>	লে
	সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
	বলিয়া		বলে	পড়িতে		পড়তে	চলিলে		চললে
	করিয়া		করে	যাইতে		যেতে	দেখিলে		দেখলে

সমাপিকা ক্রিয়া (যে ক্রিয়া বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে : মনে রাখবেন, সাধারণ বর্তমানকালের সাধু ও চলিত-এর ক্রিয়ারূপ এক। বাকি জায়গায় পরিবর্তন করা যায়।

ক) ঘটমান বর্তমান :

সাধু	—	চলিত	উদাহরণ		
			সাধু	—	চলিত
ইতেছ,		ছ, চ্ছে	যাইতেছ		যাচ্ছ
ইতেছে		ছে, চ্ছে	হাঁটিতেছে		হাঁটছে
ইতেছি		ছি, চ্ছি	বলিতেছে		বলছে
দেখাইতেছে		দেখাচ্ছে	পড়াইতেছি		পড়াচ্ছি

খ) ঘটমান অতীত : উদাহরণ—

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
যাইতেছিলে		যাচ্ছিলে	বলিতেছিলাম		বলছিলাম
করিতেছিল		করছিল	শুনিতেছিলাম		শুনেছিলাম

শব্দার্থ ও টীকা

গ) পুরাঘটিত বর্তমান : উদাহরণ—

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইয়াছি		এছি	বলিয়াছ		বলেছ
ইয়াছে		এছে	করিয়াছে		করেছে
ইয়াছ		এছ	দেখিয়াছ		দেখেছ

ঘ) পুরাঘটিত অতীত : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইয়াছিল		এছিল	করিয়াছিল		করেছিল
ইয়াছিলাম		এছিলাম	বলিয়াছিলাম		বলেছিলাম

ঘ) সাধারণ অতীত/ভবিষ্যৎ : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইল		ল	করিল		করল
ইলাম		লাম	বলিলাম		বললাম
ইব		ব	দেখিব		দেখব
ইবে		বে	শুনিবে		শুনবে
ইলে		লে	পড়িলে		পড়লে

ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইত		ত	করিত		করত
ইতে		তে	করিতে		করতে
ইতাম		তাম	বলিতাম		বলতাম

14.3.5 সাধু চলিতের সর্বনামের রূপের তফাত।

নীচের দু-দিকের সর্বনামগুলি দেখলে তাদের রূপের তফাতটা ধরতে পারবেন :

সাধু	**চলিত**
তাহাদের মতলব ছিল খারাপ।	তাদের মতলব ছিল খারাপ।
কাহারো হাতে বাঁশের লাঠি।	কারো হাতে বাঁশের লাঠি
ভূষণ কাহাকে ধরে?	ভূষণ কাকে ধরে?
ইহার নাম কী?	এর নাম কী?
উহা তো জানা ছিল না।	ওটা তো জানা ছিল না।

সর্বনামের সাধুরূপ	**সর্বনামের চলিত রূপ**
তাহাদের	তাদের
কাহারও	কারও

শব্দার্থ ও টীকা

কাহাকে	কাকে
ইহার	এর
উহা	ওটা
তাহার	তাঁর

কয়েকটি সর্বনামের সাধু-চলিত রূপ দেখুন :

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
যাহা	যা	তাহা	তা
ইহা	এ, এটি, এটা	উহা	ও, ওটি, ওটা
তিনি	উনি	উঁহার	ওঁর, ওনার
তাহাকে	তাকে	তাহাদিগকে	তাদেরকে, তাদের
তাঁহাকে	তাঁকে	তাঁহার	তাঁর
যাহাকে	যাকে	তাহাদের	তাদের
যাঁহাকে	যাঁকে	তাঁহাদেরকে	তাঁদেরকে
মদীয়	আমার	ত্বদীয়	তোমার
তদীয়	তার	ভবদীয়	আপনার
অন্যদীয়	অন্যের	সর্ব	সব

পাঠগত প্রশ্ন : 14.4

অনেকগুলি সর্বনাম পদের রূপ শিখলেন। এবার এগুলির সাহায্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. নীচের পদগুলির মধ্যে চলিত রীতির সর্বনাম পদ আছে। সেগুলি খুঁজে নিয়ে লিখুন।

তাহাকে

তাঁহার

তাদের

তাহাদের

তাঁকে

2. নীচের পদগুলির মধ্যে সাধু রীতির সর্বনাম পদ আছে। সেগুলি খুঁজে নিয়ে লিখুন।

ওর

তাঁদের

ওঁর

তোমাদিগের

তাকে

3. নীচের বাক্যগুলির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি চিহ্নিত করে শূন্যস্থানে লিখুন :

(i) তুমি ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইতেছ। .....

শব্দার্থ ও টীকা

(ii) আর কেহ না জানিলেও আমি তাহা জানি। .....

(iii) আপনি ওইটাকে আবার কোথায় পাইলেন? .....

(iv) তাহাতে কিছু হইবে না। .....

14.3.6 সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপের তফাত দেখা গেছে। সাধু-চলিতের অনুসর্গেরও কিছু পার্থক্য আছে। নীচের বাক্যগুলি দেখলে তা বোঝা যাবে।

গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল।	গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল।
ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।	ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল।
লোকটির কাছে গেল।	লোকটির নিকটে গেল।
রাতের চেয়ে দিন ভালো।	রাত অপেক্ষা দিন ভালো।

উপরের চলিত অনুসর্গ	উপরের সাধু অনুসর্গ
থেকে	হইতে
দিয়ে	দিয়া
কাছে	নিকটে
চেয়ে	অপেক্ষা

সাধু রীতির ও চলিত রীতির কয়েকটি অনুসর্গ দেখুন :

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
সহিত/সমভিব্যাহারে	সঙ্গে, সাথে	হইতে / অপেক্ষা/	চেয়ে
নিমিত্ত	জন্য	চাহিতে/ ন্যায়	
অনন্তর	তারপর	সদৃশ, তুল্য	মতন/মতো/মত
		অভিমুখে	দিকে

এমন দু-একটি অনুসর্গ আছে, যেগুলো সাধু-চলিত দুই রীতিতেই চলে। লক্ষ্য করুন—

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
জন্য	জন্য
পরে	পরে
সঙ্গে	সঙ্গে

পাঠগত প্রশ্ন 14.5

উদাহরণ ৭.৬ - ৭.৮ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. **নীচের বাক্যগুলিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গগুলো চিহ্নিত করে শূন্যস্থানে বসান ঃ**

(i) তাহার সহিত আবার ঝগড়া করিলে। ....

শব্দার্থ ও টীকা

(ii) সে তো তোমার নিমিত্ত অনেক করিয়াছে। ....

(iii) তুমি নদী অভিমুখে যাইতেছিলে। ....

(iv) সে অন্যদিক দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ....

14.3.7 এরকম আরও কয়েকটি শব্দ আছে যেগুলির সাধু রূপ ও চলিত রূপে তফাত দেখা যায়। তবে এরকম শব্দ সাধু-চলিত দুই রীতিতেই ব্যবহার হতে দেখা যায়। সেজন্য এই সাধু ও চলিতের তফাত বোঝার পক্ষে খুব একটা দরকারি নয়।

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
ভিতর	ভেতর	পূজা	পুজো
তুলা	তুলো	শৃগাল	শেয়াল
মাহিনা	মাইনে	বানর	বাঁদর
পূর্ব	পুব	মূর্খ	মুখ্যু
সন্ধ্যা	সন্ধে	তিনটা	তিনটে
মহাশয়	মশায়	বৎসর	বছর
প্রাতঃকাল	সকাল		

পাঠগত প্রশ্ন : 14.6

উদাহরণ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. চিহ্নিত শব্দগুলি পরিবর্তন করে নীচের বাক্যগুলি ডান দিকে চলিত ভাষায় লিখুন :

(i) <u>প্রাতঃকাল</u> <u>হইতে</u> বৃষ্টি <u>পড়িতেছে</u>। (i) .....

(ii) <u>তাহারা</u> <u>কেহই</u> কাজে <u>বাহির</u> <u>হইতে</u> পারে <u>নাই</u>। (ii) .....

(iii) <u>সকলেই</u> ঘরের <u>ভিতর</u> <u>বসিয়া</u> আছে। (iii) .....

পাঠগত প্রশ্ন : 14.7

উদাহরণ পড়ে নিয়ে উত্তর দিন :

1. নীচের যে বাক্যে সাধু-চলিতের মিশে যাবার ফলে ভাষার গুরু-চণ্ডালী দোষ ঘটছে তার পাশে কাটা (✗) চিহ্ন, এবং যেখানে দোষ হয়নি তার পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন :

(a) এটা কে লিখেছে? ☐

(b) আমি তো এটা লিখি নাই। ☐

(c) আমি বললাম, 'ভালো করে দেখুন'। ☐

(d) তিনি পূর্বপাড়া থেকে পুত্র সমভিব্যাহারে আসছিলেন। ☐

(e) প্রত্যহ কিছুক্ষণ হাঁটিয়া আসিলে ভালো হয়। ☐

শব্দার্থ ও টীকা

(f) 'আবার আসিব ফিরে . . . এই বাংলায়।' — জীবনানন্দ দাশ

(g) তখন হইতে খালি বকবক করিয়া যাচ্ছ।

(h) খুলিতে এসেছি সকল বন্ধ দ্বার। — কাজী নজরুল ইসলাম

(i) প্রহর চলিয়া যায় বেলা পড়ে আসে। — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

14.4 আপনি যা শিখলেন

(i) সাধুরীতির ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও ওই রীতিতে লেখবার ও বলবার পদ্ধতি।

(ii) চলিতরীতির ভাষার কিছু বিশেষত্ব ও ওই রীতিতে বলবার ও লেখবার কৌশল।

(iii) সাধুরীতি ও চলিতরীতির ভাষার প্রভেদ।

(iv) দুটি রীতিতেই ভিন্নভাবে লেখবার ও বলবার কৌশল।

(v) বর্তমানে বলা বা লেখা, উভয় ক্ষেত্রেই চলিত রীতির ব্যবহার।

(vi) সাধুরীতির ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা।

পাঠান্ত প্রশ্ন : 14.5

1. নীচে অনেকগুলি ক্রিয়াপদ দেওয়া আছে। তাদের মধ্যে যেগুলি সাধুরীতিতে লেখা সেগুলি বেছে নিয়ে সাধু চিহ্নিত শূন্যস্থানগুলিতে বসান এবং যেগুলি চলিত রীতিতে লেখা সেগুলি বেছে নিয়ে চলিত চিহ্নিত শূন্যস্থানগুলিতে বসান।

	সাধু	চলিত
তাকাতেই, খাইয়া	(a) _____	(d) _____
চলতে, পড়িয়াছি	(b) _____	(e) _____
ফেলিবার, ধরবার	(c) _____	(f) _____

2. নীচে থেকে চলিতরীতিতে লেখা অনুসর্গগুলি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান:

হইতে, থেকে, দিয়ে, দ্বারা	(a) _____	(c) _____
কাছে, ন্যায়, নিকট, পরে	(b) _____	(d) _____

শব্দার্থ ও টীকা

3. নীচে (ক) গুচ্ছে সাধুরীতির পদ ও (খ) গুচ্ছে চলিতরীতির পদ দেওয়া আছে। বাঁ দিকের সংখ্যা দিয়ে পদগুলি মেলান। আপনাদের সুবিধার জন্য একটি দেখিয়ে দেওয়া হল :

(ক) গুচ্ছ	(খ) গুচ্ছ	
1. করিল	করতে	( )
2. করিয়াছিল	করত	( )
3. করিতেছিল	করছে	( )
4. করিবে	করছিল	( )
5. করিত	করল	( )
6. করিতেছে	করবে	( )
7. করিতে	করেছিল	( )

4. নীচের চলিতরীতির বাক্যগুলিকে সাধুরীতিতে পরিবর্তন করুন :

a) মা বাড়ি এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন।

b) তখন মনে হত বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই।

c) এই সুরেশদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন।

d) একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

e) চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন।

f) উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না।

5. নীচের সাধুরীতির বাক্যগুলিকে চলিতরীতিতে পরিবর্তন করুন :

a) যে যাহার কর্মফল লইয়া আসিয়াছে, ভোগ না করিয়া উপায় কী?

b) আমার সহিত কি আপনারা কেহ যাইবেন পিসিমা?

c) সে কথা পূর্বে খেয়াল হয় নাই, খেয়াল হইল সুভাষ-কাকিমার দরজায় আসিয়া।

d) — আসিয়াছ তো ভালোই হইয়াছে ভাই — বলিয়াই থামিলেন —

e) সুভাষ-কাকিমা একমুহূর্ত চুপ পরিয়া থাকিলেন, তাহার পর বলিলেন — কী জানি বুঝিতে পারিতেছি না।

f) ভাবিতেছি কী করিয়া পারিলেন?

g) পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে-সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকাল-প্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত।

h) বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খ্রি: অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোমনগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

i) কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খ্রিঃ অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

6. **সাধুকে চলিতে এবং চলিতকে সাধুতে পরিবর্তিত করুন :**

a) নিযুক্ত করিলেন —

b) প্রদেশ হইতেও —

c) প্রচারিত হইবামাত্র —

d) প্রদর্শন করিতেছিলেন —

e) ভার অর্পিত হইল —

f) আসিয়া গিয়াছে —

g) তাঁর —

h) বুঝতে পেরে —

i) তাঁকে —

j) পরীক্ষা করলেন —

k) না-ছুঁয়ে বললে —

14.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

14.1

(a) — চলিত ভাষা

(b) — সাধু ভাষা

(c) — সাধু ভাষা

14.2 (b)

14.3

	সাধুরূপ		চলিতরূপ
(i)	করিতে, লাগিলেন	(i)	করতে, লাগলেন
(ii)	করিয়া, থাকিবে	(ii)	করে, থাকবে
(iii)	উড়াইতে, চাহিল	(iii)	ওড়াতে, চাইল
(iv)	আনিতে, হইত	(iv)	আনতে, হত
(v)	বলিয়া, বেড়াইতেছে	(v)	বলে, বেড়াচ্ছ
(vi)	চলিয়া যাইতে, পারিব	(vi)	চলে যেতে, পারব
(vii)	দেখিতে, পাইয়াছি	(vii)	দেখতে, পেয়েছি

শব্দার্থ ও টীকা

14.3

(a) — গাইতে

(b) — খেয়েছি

(c) — করলেন

(d) — করছিলেন

14.4

(a) — তাঁকে, তাঁদের।

14.4

(a) — তোমাদিগের

14.4

(i) তুমি— ডুবিয়া, খাইতেছ

(ii) কেহ, আমি, তাহা— জানিলে, জানি

(iii) আপনি, ওইটাকে— পাইলেন

(iv) তাহাতে— হইবে

14.5

(i) করিলে — তাহার — সহিত

(ii) করিয়াছে— সে, তোমার — নিমিত্ত

(iii) যাইতেছিলে — তুমি — অভিমুখে

(iv) অগ্রসর হইতেছিল— সে— দিয়া

14.6

(i) সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে।

(ii) তারা কেউই কাজে বের হতে পারে নি।

(iii) সবাই ঘরের ভেতর বসে আছে।

14.7

(a) ✓

(b) ✗

শব্দার্থ ও টীকা

(c) ✓

(d) ✗

(e) ✓

(f) ✗

(g) ✗

(h) ✗

(i) ✗